দৈনিক খবর

তারিখ 13 APR 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

৭
০৭

সংসদে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্ট

উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির হার উদ্বেগজনক

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

দেশে ক্রমবর্ধমান উচ্চ শিক্ষিত বেকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট হুমকি সৃষ্টি করতে পারে উল্লেখ করে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন গতকাল রোববার জাতীয় সংসদে বাৎসরিক রিপোর্ট, ১৯৯১ পেশ করেছে।

রিপোর্টে ৬ বছরের বাৎসরিক শূন্য পদের তুলনায় আবেদনকারীর সংখ্যার আশংকাজনক বৃদ্ধিকে 'জাতির জন্য ভাবনার বিষয়' মন্তব্য করে দেখানো হয়, প্রতিবছরই শূন্য পদের সংখ্যা হ্রাসপাচ্ছে।

১৯৮৫ সালে যেখানে মাত্র ২৭ জন উচ্চ শিক্ষিত বেকার ছাত্র আবেদন করেছিলেন সেখানে প্রতি বছরই প্রার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এবং সে অনুপাতে শূন্য পদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেয়ে কমে যাওয়াতে ১৯৯১ সালে একটি শূন্য পদের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৪ জন-এ। ১৯৯০ সালে এ সংখ্যা ছিল ১৫১ জন। শূন্য পদ ও

২-এর পাতায় দেখুন

উচ্চ শিক্ষিত বেকারের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রার্থীর অনুপাত ১৯৮৫ সালে ছিল ১ঃ৬। ১৯৯১ সালে ১ঃ ৩৭।

কমিশন তাদের রিপোর্টে সরকারী চাকরি ক্ষেত্রে প্রচলিত কোটা পুনর্বিন্যাসের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিয়েছেন।

এই প্রস্তাবে মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা হ্রাস করে মহিলাদের কোটা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। প্রস্তাবগুলোঃ গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদের ক্ষেত্রে (১) মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৩০% থেকে কমিয়ে ৫% করা, (২) গেজেটেড পদের বেলায় মুক্তিযোদ্ধা কোটা থেকে প্রাপ্ত ২৫% পদের ১০% মহিলা কোটায় এবং অবশিষ্ট ১৫% মেধা কোটায় বন্টন করা এবং (৩) নন-গেজেটেড পদের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটা থেকে প্রাপ্ত ২৫% পদের ১০% মহিলা কোটায় ও অবশিষ্ট ১৫% জনসংখ্যা কোটায় বন্টন করা।

কমিশন বর্তমান জেলাভিত্তিক অর্থাৎ ভৌগোলিক এলাকা অনুসারে আসন সংরক্ষণের নীতি বর্জনের সুপারিশ করে বলেছে, এ নিয়ম মেধার পরিপন্থী মেধাকে বাদ দিয়ে জাতির সার্বিক উন্নতি সম্ভবপর নয়। কমিশনের রিপোর্টে মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা হ্রাসের কারণ উল্লেখ করে বলা হয়, ২০ বছর আগে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে, তাই মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশ শূন্যের কোটায় নামছে। ১৯৮৩ সালে শতকরা ৩০ ভাগ কোটার বিপরীতে মাত্র ১৩ দশমিক ৪ ভাগ প্রার্থী আবেদন করেছিলেন। ১৯৮৯-৯০ সালে মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থীর সংখ্যা শুধুমাত্র দশমিক শূন্য আট শতাংশে ঠেকেছে।

গোপন রিপোর্টে বেশুমার অনিয়ম

কর্ম কমিশন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে। রিপোর্টে বলা হয়, এ বিষয়টি ইতিপূর্বে বহু আলোচিত হলেও সংশ্লিষ্টরা বিধি মেনে চলছেন না। ১৯৯১ সালে কমিশন ২,০৯৪টি পদে পদোন্নতি দেয়ার জন্যে ৩,৭৭৪ জন কর্মচারীর গোপনীয় প্রতিবেদন পেয়েছেন। এরমধ্যে ১,৮৭৯টি প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ৫৮২ জনের নাম সুপারিশ করেন। অন্যগুলো ব্যবস্থা গ্রহণের অপেক্ষায়। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, গোপন প্রতিবেদনে যোগ্য ব্যক্তিকে হয়রানি করার ঘটনা ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে, বিরূপ মন্তব্য লিখে দীর্ঘদিন তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানানো হয় না। এ ছাড়া এক সঙ্গে অনেক বছরের এসিআর রিপোর্ট লেখাও হচ্ছে। কমিশন মন্তব্য করে যে, এর ফলে যোগ্য চাকুরেদের মনে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়ে উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হয়। কমিশন এসিআর লেখার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে